ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

তিন দিনে ৩৫০ কোটি রুপি আয় জওয়ানের

পৃঃ ৫

২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন জকোভিচ, ছুঁয়ে ফেললেন মার্গারেটকে

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৫৫ ● কলকাতা ● ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০ ● শুক্রবার ● ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

ইন্ডিয়া জোটের গোপন অ্যাজেন্ডা হল

সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা: মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কথায় বলে শব্দই ব্রহ্ম! তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্টালিনের ছেলে উদয়নিধি যেন মেঘ না চাইতে জল এনে দিয়েছেন। সনাতন ধর্ম সম্পর্কে উদয়নিধি যে কথা বলেছেন, তা এখন নরেন্দ্র মোদীরও ব্রহ্মাস্ত্র।এ ব্যাপারে বৃহস্পতিবার তৃণমূল নেতা তাপস রায় বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান। বাংলা তথা ভারতবর্ষের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষার ব্যাপারে মমতা ও তৃণমূল শুধু যত্নশীল তা নয় সবার ভাববেগকে গুরুত্ব দিয়ে চলে। সাবেক জাতীয় দল কংগ্রেসও বরাবর তাই করে এসেছে।' তাপস বাবুর কথায়, প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষকে যে ভয় দেখাতে চাইছেন, তাতে তাঁর ও বিজেপির দৈন্যই প্রকট হয়ে পড়েছে। সরকারের সাফল্য বলতে কিছু নেই। মানুষের কাজ নেই, রান্নার গ্যাসের চড়া দাম। মোদী উগ্র ধর্মীয় লাইনে হেঁটে মানুষের দৃষ্টিকে ভাত-কাপড় থেকে ঘোরাতে চাইছেন।

মধ্যপ্রদেশের বিনায় একটি পরিশোধনাগার রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে পেট্রো কেমিকেল শিল্প ও আরও ১০ টি প্রকল্পের

এরপর ৩ পাতায়

স্পেনের রাস্তায় অ্যাকর্ডিয়ন বাজালেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,

পুজোয় ৮টি গানের অ্যালবাম বেরোচ্ছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাদ্রিদে আজ তোফা আবহাওয়া। মেঘলা আকাশ। দিনে তাপমাত্রা কমবেশি ২০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমনিতেই হাঁটতে ভালবাসেন। মাদ্রিদে এমন আবহাওয়া দেখে বৃহস্পতিবার সকাল সকাল হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী । দুপুরের দিকে লা লিগা দফতরে বৈঠক হওয়ার কথা। সিন্থেসাইজারে ভালই সুর তুলতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গান নিয়ে তাঁর বরাবরের আগ্রহ রয়েছে। ছবির আঁকার আগে তাঁকে অবসর সময়ে সিন্থেসাইজার বাজাতে দেখা যেত। পুরনো বাংলা আধুনিক গান, রবীন্দ্র সঙ্গীত, দেশাত্মবোধক গান সিন্থেসাইজারে বাজাতে খুব পছন্দ করতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অন্যতম পছন্দের গান ছিল 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায়.'। এই গানটির সুর সিন্থেসাইজারে বাজাতে পারতেন তিনি। পরে ২০০৩ সাল নাগাদ ছবি আঁকার প্রতি তাঁর ঝোঁক বাড়ে। এ ব্যাপারে তাঁকে সবচেয়ে বেশি উতসাহ দিতেন সেই সময়ে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ দীনেশ ত্রিবেদী। ছবি আঁকার অভ্যাস এখনও তাঁর রয়েছে। একই সঙ্গে চর্চায় রয়েছে গানও। এবার পুজোতেও তাঁর ৮টি গানের অ্যালবাম মুক্তি পাবে। জানা গিয়েছে, স্পেন সফর সেরে ফেরার পর সেই সব গানের রেকর্ডিং শুরু হবে।তার আগে অনেকটা রাস্তা হন হন করে হেঁটে ঘোরেন মমতা।

ইউরোপের রাস্তায় অনেককেই দেখা যায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গিটার বা বেহালা বাজাতে। এদিন তেমনই মাদ্রিদের রাস্তায় এক জনকে দেখা যায় অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছেন। তাঁকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়েন মুখ্যমন্ত্রী । তার পর তাঁর সফরসঙ্গীদের অনুরোধে অ্যাকর্ডিয়নে সুর তোলার চেষ্টা করেন মমতা আমরা করব জয় নিশ্চয়.'

অভিষেকের সম্পত্তির খতিয়ান

৭ দিনের মধ্যে দিতে হবে, ইডিকে নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পত্তির হিসাব চাইল কলকাতা হাইকোর্ট । বুধবার সন্ধেয় অভিষেক নিজেও জানিয়েছেন, তিনিই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার সিইও। তার পর বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা নির্দেশ দিয়েছেন, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার তথা সিইও-র সম্পত্তির হিসাব জানাতে হবে আদালতকে। তবে এও ঘটনা যে বুধবার ইডি অফিস থেকে বেরোনোর পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করা হচ্ছে। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, নিয়োগ দুর্নীতির ১০ পয়সাও লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে ঢুকে থাকলে তা প্রমাণ করে দেখাক ইডি। অভিষেকের বক্তব্য, এ নিয়ে বহুবার তিনি তাঁর আয় ব্যায়ের হিসাব দিয়েছেন। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে একই এন্ট্রিকে কখনও কয়লা পাচারের টাকা, কখনও গরু পাচারের টাকা আর কখনও নিয়োগ দুর্নীতির টাকা বলে দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে। একই টাকা কী করে তিন খাত থেকে আসতে পারে!২১ সেপ্টেম্বরের মধ্যে এ ব্যাপারে ইডিকে রিপোর্ট পেশ করতে হবে আদালতে।

শুধু অভিষেক নয়, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থায় আর যাঁরা ডিরেক্টর রয়েছেন, ইডির

এরপর ৩ পাতায়

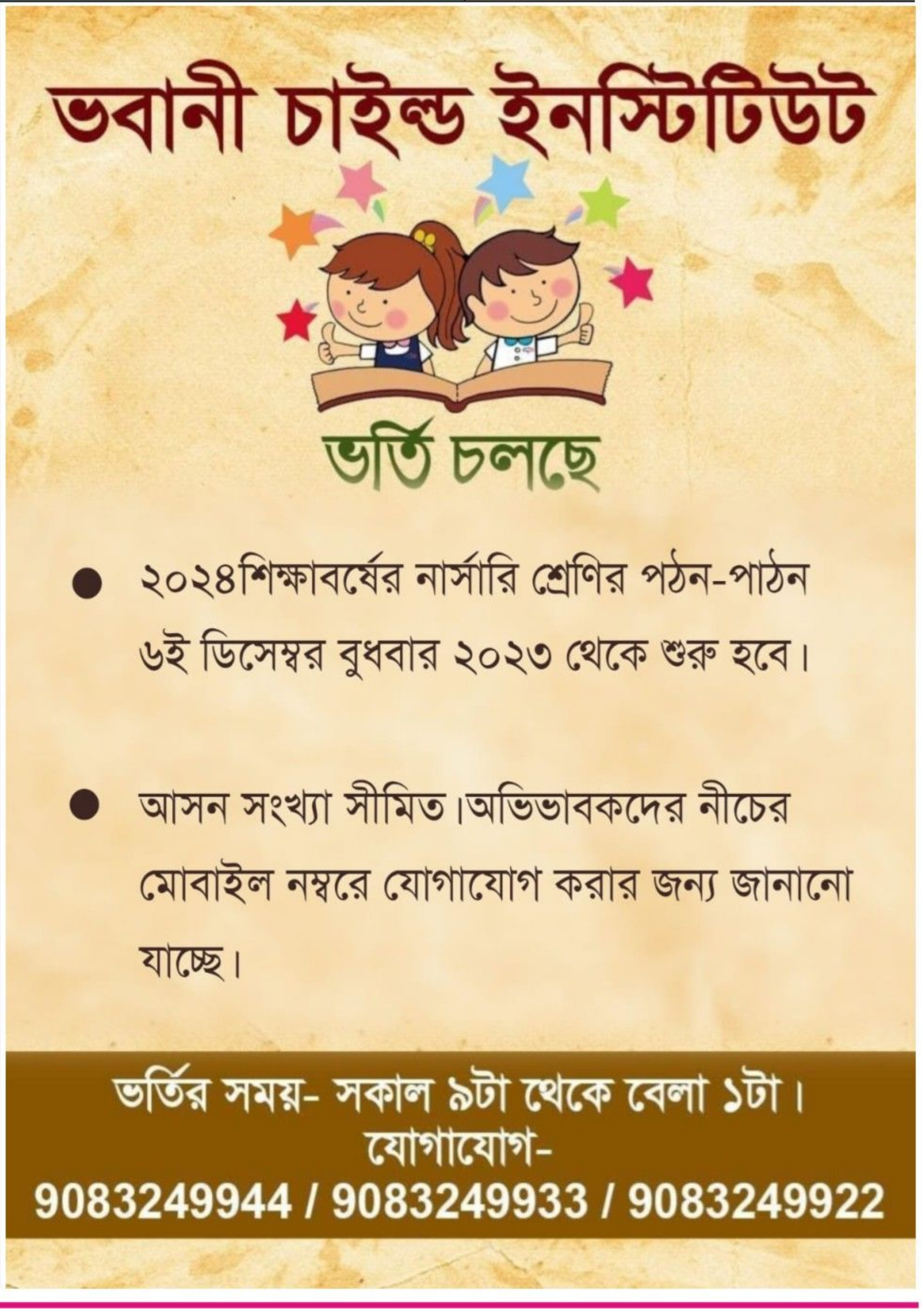

শারীরিক অসুস্থতায় কলকাতায় যেতে পারব না', সিবিআই-কে ফের চিঠিতে ম্যাথুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাতায়াতের খরচ দিন। শারীরিক অসুস্থতার কারণে ট্রেনে করে কলকাতায় যাওয়া সম্ভব নয়। আমার বাড়ির কাছাকাছি কথা বলার ব্যবস্থা করুন।' সিবিআই-কে ফের ই-মেল ম্যাথু স্যামুয়েলের। ই-মেল করে সিবিঐআই-কে নিজের শারীরিক অসুস্থতার কথা এবার জানালেন ম্যাথু স্যামুয়েল। সোমবার নারদা তদন্তে ম্যাথু স্যামুয়েলকে তলব করেছে সিবিআই।প্রসঙ্গত, আগামী সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টায় নিজাম প্যালেসে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ম্যাথু স্যামুয়েলকে। নারদাকাণ্ডে তাঁর কাছ থেকে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় সিবিআই। প্রায় ৩ বছর পর নারদাকাণ্ডে ফের নড়চড়ে বসেছে সিবিআই।প্রায় ৩ বছর পর লোকসভা ভোটের প্রাক্কালে ফের নারদা তদন্তে গতি বাড়াচ্ছে সিবিআই।

ম্যাথু লিখেছেন, 'সম্প্রতি আমি যে সমন পেয়েছি তার উত্তরেই এই চিঠি। আমি জোর দিয়ে বলতে চাই যে, আমি ইতিমধ্যেই যাওয়া ও আসা নিয়ে ৬ দিনের ট্রেন জার্নি করার ক্ষেত্রে আমার অক্ষমতার কথা জানিয়েছি। আর এটা শুধু যাতায়াতের অসুবিধার বিষয় নয়, আমার শারীরিক অসুস্থতাও এর পিছনে একটা বড় কারণ। যা আমায় এটা করতে বাধা দিচ্ছে। আমি আমার দাবির প্রমাণ স্বরূপ আমার মেডিকেল রিপোর্টগুলিও মেলে অ্যাটাচ করে পাঠালাম। আমায় এমন একটা নিয়মের মধ্যে থাকতে হয়। যেখানে আমাকে প্রতিদিন দিনে ২ বার করে ইনসুলিন নিতে হয় ও অন্যান্য ওষুধ খেতে হয়। এখন এই লম্বা ট্রেন জার্নি করলে, তা যে শুধুমাত্র শরীর-স্বাস্থ্যের উপর অতিরিক্ত চাপ ফেলবে এমনটা নয়, আমার পেশাগত দায়িত্বের উপরও মারাত্মকভাবে প্রভাব ফেলবে। আমি তাই বিকল্প প্রস্তাব রাখছি। সিবিআই যদি আমার বাড়ির কাছাকাছি কোনও স্থানে বা নিকটবর্তী সিবিআই অফিসে কথা বলার বয়বস্থা করে, তাহলে আমি সম্পূর্ণ সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। নারদা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে যে কোনও বিষয়ে আমি সিবিআই-এর সঙ্গে কথা বলতে রাজি। যদি সেটা আমার বাড়ির কাছাকাছি হয়। এই প্রসঙ্গে তেহেলকা বিচারের সময় প্রাক্তন সিবিআই ডিরেক্টর অভয় সিং এবং রঞ্জিত সিনহা আমায় যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তাও একবার আপনাকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও, তারা প্রতিশ্রুত খরচ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন। এই বিষয়টি আদালতে নথিভুক্তও রয়েছে। রোজ অ্যাভিনিউতে সিবিআই স্পেশাল কোর্টে আমি যখন আমার মামলা পেশ করি, তখন সিবিআই-এর এই প্রতিশ্রুতির খেলাপ নথিভুক্ত হয়। তাই আগের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সিবিআই অফিসারদের দেওয়া আশ্বাসের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছি। আমি আন্তরিকভাবে আশা করি, এই সময়ে আমার উদ্বেগগুলি বিবেচনা করা হবে।'

হিন্দি দেশকে ঐক্যবদ্ধ করছে, একথা বলা অর্থহীন', ফের বিস্ফোরক উদয়নিধি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তাঁর 'সনাতন' মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। প্রতিবাদে সরব গেরুয়া শিবিরের পাড়ার নেতা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । এর মধ্যেই ডিএমকে নেতা উদয়নিধি ফের আক্রমণ করলেন। এবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'হিন্দি আগ্রাসন' নিয়ে তোপ দেগে তাঁর মন্তব্য, 'হিন্দি বলা হয় ৪-৫টি রাজ্যে।উল্লেখ্য, তাঁর 'সনাতন' মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত। এর মধ্যেই ফের বিজেপিকে 'বিষাক্ত সাপ' বলে তোপ দাগতে দেখা গিয়েছে উদয়নিধিকে। এবার হিন্দি আগ্রাসনের খোঁচা দিয়ে অমিত শাহকে আক্রমণ করলেন ডিএমকে নেতা। বৃহস্পতিবার হিন্দি দিবস। আর এদিনই অমিত শাহ বার্তা দিয়েছেন, হিন্দি ভারতে ভাষার বৈচিত্রকে একত্রিত করে। পাশাপাশি তাঁর দাবি, হিন্দি কোনওদিন অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না। বরং তা দেশের সমস্ত ভাষাকে সম্মিলিত করে। এরই জবাব দিলেন উদয়নিধি ।

এক্স হ্যান্ডলে তামিল ভাষায় তিনি লেখেন 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন, হিন্দি দেশের মানুষকে একত্রিত করে। আঞ্চলিক ভাষাকে শক্তি জোগায়। অর্থাত সেই হিন্দির প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেছেন। এই কথার বিকল্প মানে দাঁড়ায়, যদি তুমি হিন্দি পড়ো তোমার উন্নতি হবেই। তামিলনাড়ুতে তামিল। কেরলে মালয়ালম। তাহলে হিন্দি এই দুই রাজ্যকে কী করে একত্রিত করল?'

ফাস্ট ফুডের কারণেই বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ ২৪ পরগনা: বিজেপি নেতা ভোলানাথ মণ্ডলের রহস্য মৃত্যুর কারণ জানতে এসএসকেএম হাসপাতালকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । বৃহস্পতিবার এই নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত।

ময়নাতদন্ত ছাড়া দেহ দাহ করার গুরুতর অভিযোগ পেয়েও পুলিশ কেন পদক্ষেপ করেনি, তা নিয়ে এর আগে প্রশ্ন তুলেছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি। স্থানীয় থানার পরিবর্তে ডিএসপি পদমর্যাদার কোনও অফিসারকে দিয়ে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। এবার মৃত্যুর কারণ জানতে এসএসকেএমকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ। মামলার পরবর্তী শুনানি হবে ১০ অক্টোবর। এবারের পঞ্চায়েত ভোটে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুর-১ ব্লকের দড়িকাওয়াডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২০৯ নম্বর বুথের বিজেপি প্রার্থী ছিলেন ভোলানাথ মণ্ডল। ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালে চিকিতসাধীন থাকাকালীন গত জুলাইয়ে মৃত্যু হয় তাঁর। বিজেপির অভিযোগ, তৃণমূলের মারে গুরুতর জখম হয়েছিলেন ভোলানাথ। সেই কারণেই মৃত্যু। ময়নাতদন্ত ছাড়াই তাঁর দেহ দাহ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ । এবিষয়ে আদালতে গড়িয়েছিল মামলা।

যদিও বিজেপি নেতার মৃত্যুর কারণ হিসেবে ডায়মন্ড হারবার হাসপাতালের তরফে লিভার জনিত সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয়। 'বাস্তবে সেটা কতটা গ্রহণযোগ্য?' বৃহস্পতিবার প্রশ্ন তুলেছেন বিচারপতি। দেহে গভীর ক্ষত থাকার কারণে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ নাকি অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড খাওয়ার কারণেই ওই বিজেপি নেতার মৃত্যু, সেটা খতিয়ে দেখতে এসএসকেএম হাসপাতালকে মেডিক্যাল বোর্ড গঠনের নির্দেশ দেন বিচারপতি।

কারও ছেলের বয়স একমাস, কারও মেয়ে দুমাসের! শোকে পাথর কাশ্মীরে শহিদ ৩ নিরাপত্তারক্ষীর পরিবার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মাত্র দুমাস আগেই জন্ম নিয়েছিল ফুটফুটে কন্যাসন্তান। কয়েকদিনের মধ্যেই বাড়ি ফিরে আসবেন বলে সদ্যোজাতকে কথা দিয়ে কাজে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু জঙ্গিদের গুলিতে ঝাঁজরা হয়ে গেলেন ভারতীয় সেনার মেজর অশোক ধনচাক। মাত্র এক মাস আগে পুত্রসন্তানের মুখ দেখেছিলেন কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি হিমায়ুন ভাট।মাত্র একমাস আগেই পুত্রসন্তানের বাবা হয়েছেন কাশ্মীর পুলিশের ডিএসপি হিমায়ুন ভাট। পাঁচ বছর আগে কাশ্মীরের পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। একাধিক সন্ত্রাসদমন অভিযানে সফলভাবে নেতৃত্ব দিয়েছেন পুলিশ আধিকারিকের পুত্র হিমায়ুন। অল্প সময়ের মধ্যেই ডিএসপির মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসেন তিনি। কিন্তু জীবনের শেষ অভিযানে আর সাফল্য মিলল না। জঙ্গিদের নিকেশ করতে গিয়ে আর ফেরা হল না তাঁর।

বুধবার কাশ্মীরের অনন্তনাগে জঙ্গি দমন অভিযান চালায় যৌথ বাহিনী। গুলি লেগে গুরুতর আহত হন সেনা ও পুলিশের তিন আধিকারিক। উদ্ধার করার আগে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁদের। তিন আধিকারিককে শেষ শ্রদ্ধা জানান জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। মৃতদের পরিবারের সদস্যরাও শ্রদ্ধা জানান প্রিয়জনদের। শহিদ আধিকারিকদের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও।জঙ্গিদের হানায় আর ছেলের কাছে ফিরতে পারলেন না তিনি। দুই সন্তানের সঙ্গে কথা বলার পরে জঙ্গি দমন অভিযানে বেরিয়ে শহিদ হলেন কর্নেল মনপ্রীত সিং।

মৃতদের মধ্যে রয়েছেন পাটিয়ালার সেনা আধিকারিক অশোক ধনচাক। মাত্র দু'মাস আগেই কন্যাসন্তানের বাবা হয়েছেন তিনি। সদ্যোজাতের মুখ দেখেই কাজে যোগ দিতে ফিরে এসেছিলেন তিনি। অক্টোবর মাসে ফের বাড়িতে ফিরবেন বলে কন্যাকে কথা দিয়েছিলেন। তার আগেই জঙ্গিদের গুলিতে তাঁর জীবনদীপ নিভে গেল। একমাত্র ভাইকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন অশোকের বোনরা।

জঙ্গি দমন অভিযানে বেরনোর আগেই পরিবারের সকলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন কর্নেল মনপ্রীত সিং। ছবছর বয়সি ছেলে ও দুবছর বয়সি মেয়ের সঙ্গেও কথা বলেন। তারপরেই জঙ্গিদের গুলি লেগে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন চণ্ডীগড়ের এই সেনা আধিকারিক। গত বছরই ভালো কাজের পুরস্কার হিসাবে সেনা মেডেল পেয়েছিলেন তিনি।

মিডিয়াকর্মীদের সংবর্ধনা প্রদান

জগদীশ যাদব : কলকাতা : নিউজ সারাদিন : আজ কলকাতার প্রেসক্লাবে চারটি ভাষার সংবাদপত্র নিউজ লাইন কলকাতা, আওয়াজ আপতক, সম্বাদ যোধা এবং নিউজ কুইক-এর অনাবরণ করা হয়। এ উপলক্ষে সাবিব আলম, জাকির আলী সহ অনেক মিডিয়াকর্মী দের সম্মানন জানানো হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল বিধায়ক ফিরদৌসী বেগমসহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মীগুরু। বক্তব্য রাখেন নিউজ লাইন কলকাতার সরফরাজ আহমেদ, আওয়াজ আপতকের এমডি জহির, নিউজ কুইকের রাজা হাসমি ও যোদ্ধার মুস্তাফিজ হাসমি।

মাঝরাত থেকে পুজোর লাইন, কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ভক্তের ঢল

বীরভূম: নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার কৌশিকী অমাবস্যা। এদিন তারাপীঠে শুরু হয়েছে মায়ের বিশেষ পুজো। পুজোর সূচনা হয় মঙ্গলারতির মাধ্যমে। প্রতিবার কৌশিকী অমাবস্যায় অগণিত ভক্ত আসেন মায়ের পুজো দিতে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দেশ-বিদেশ থেকে আসা পুণ্যার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন মন্দির চত্বরে। কেউ মাঝরাত আবার কেউবা বুধবার সন্ধে থেকেই পুজোর জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছেন। ভিড় সামাল দিতে মন্দির চত্বরে মোতায়েন বিশাল পুলিশবাহিনী।

এদিন ভোর ৪টা ৩১ মিনিটে কৌশিকী অমাবস্যার তিথি শুরু হয়। অমাবস্যার তিথি চলবে ১৫ সেপ্টেম্বর অর্থাৎ শুক্রবার সকাল ৬টা ৩৯ মিনিট পর্যন্ত। সিদ্ধপীঠ তারাপীঠ। তারাপীঠে মা তারার মন্দিরের পাশেই দ্বারকা নদীর পাড়ে রয়েছে তারাপীঠ মহাশ্মশান। তারাপীঠের এই মহাশ্মশানের পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে

এরপর ৩ পাতায়

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

অভিষেকের সম্পত্তির খতিয়ান ৭ দিনের মধ্যে দিতে হবে, ইডিকে নির্দেশ বিচারপতি সিনহার

কাছে তাঁদের সম্পত্তির হিসাবও জানতে চেয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট।
লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থা তৈরি হয়েছিল ২০১২ সালে। ওই সংস্থায় বর্তমানে দুজন ডিরেক্টর হলেন অভিষেকের বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মা লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাত বিচারপতি সিনহা তাঁদের সম্পত্তির খতিয়ানও জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।
নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ইতিমধ্যে টলিউডের একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীর নাম উঠে এসেছে। সেই সঙ্গে চিত্র নির্মাতা তথা প্রযোজক সংস্থা জড়িত বলেও অভিযোগ। তাদেরও সম্পত্তির খতিয়ান পেশ করার ব্যাপারে ইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।
ইডি সূত্রে খবর, বুধবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেরা করার সময়ে তাঁর সম্পত্তির হিসাব চাওয়া হয়েছিল। তা ছাড়া এর আগে একটি মামলার তদন্তের সময়ে সিবিআইও সম্পত্তির হিসাব চেয়েছিল।

১-ম পাতার পর

ইন্ডিয়া জোটের গোপন অ্যাজেন্ডা হল সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা: মোদী

জন্য এদিন শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী। যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে ৫০ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ প্রয়োজন।
প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, এই পেট্রো কেমিকেল ইউনিট তৈরি হলে আত্মনির্ভর ভারত গড়ার লক্ষ্যে আরও একধাপ এগোনো সম্ভব হবে। এর ফলে প্রচুর কর্মসংস্থান হবে এবং অনুসারী শিল্পেরও প্রসার ঘটবে।
সম্প্রতি রাজ্যস্তরে এমন ভোটের আগে দেখা গেছে, নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগে প্রধানমন্ত্রী গুচ্ছ গুচ্ছ প্রকল্প ঘোষণা করেন। সেই সব প্রকল্পের প্রস্তাবিত খরচ রাশি রাশি টাকা।
সেই পরম্পরা অব্যহত রেখে বৃহস্পতিবার মধ্যপ্রদেশের বিনাতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে তাঁর বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই যে ইন্ডি জোট তৈরি হয়েছে, এদের গোপন অ্যাজেন্ডাই হল ভারতের সনাতন সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা। প্রধানমন্ত্রী এও বলেন, বিরোধী জোট এ ব্যাপারে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। মোদীর কথায়, ভারতের সংস্কৃতি, ঐতিহ্যকে ওরা শেষ করে দিতে চায় । দেশের বিভাজন চায় ওরা।কেন্দ্রে বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক হল ডিএমকে। কিন্তু স্টালিন পুত্র সনাতন ধর্ম নিয়ে যে মন্তব্য করেছেন, সে ব্যাপারে সহমত নয় কংগ্রেস, তৃণমূল সহ বাকি শরিক দল। কিন্তু বিজেপির যে এই সুযোগ হাতছাড়া করা ঠিক হবে না তা জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের আগেই দলকে পষ্টাপষ্টি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছিলেন, এ ব্যাপারে বিরোধী জোটকে সবরকম ভাবে নিশানা করতে হবে।
বস্তুত কোনপথে বিরোধীদের সমালোচনা করতে হবে, এদিন তারই দিশা দেখাতে চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী জোট যখন বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতির অভিযোগ এনে বলছে যে ভারতের বহুত্ববাদ আক্রান্ত, তখন মোদী বোঝাতে চাইছেন কংগ্রেস-তৃণমূল-ডিএমকেদের হাতে দেশের সংস্কৃতি বিপন্ন হতে পারে।

২ পাতার পর

মাঝরাত থেকে পুজোর লাইন, কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠে ভক্তের ঢল

সপ্তঋষি বশিষ্ট মুনি তপস্যা করে মা তারার দর্শন পেয়েছিলেন। কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতেই এই শ্মশানের শ্বেতশিমুল বৃক্ষের নীচে সাধনা করে মা তারার দর্শন পেয়ে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সাধক বামদেব। সেই সময় থেকেই মহাসমারোহে কৌশিকী অমাবস্যা পালিত হয়ে আসছে তারাপীঠে। তাই কৌশিকী অমাবস্যার রাতকে তারা রাত্রিও বলা হয়। এদিন সারাদিন তারাপীঠে চলবে পুজো অর্চনা।ইতিমধ্যেই তারাপীঠের হোটেল ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠক করেছে বীরভূম জেলা প্রশাসন। আবাসিকদের কাছ থেকে যাতে অতিরিক্ত হোটেল ভাড়া না নেওয়া হয় তার জন্য হোটেল ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হয়েছে। পাশাপাশি তারাপীঠে অলিতেগলিতে যাতে দমকলবাহিনীর গাড়ি যাতায়াত করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই মতো বুধবার দমকলবাহিনীর লোকজনদের নিয়ে তারাপীঠ মন্দিরের প্রধান রাস্তাগুলিতে অভিযান চালায় রামপুরহাট মহকুমা শাসক ও রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ ও জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ থেকে পানীয় জলের পাউচ বিতরণ করা হবে।দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই কৌশিকী অমাবস্যার তিথিতে তারাপীঠের মহাশ্মশানে তন্ত্র সাধনা করতে আসেন বহু তন্ত্রসাধক। মহাশ্মশানে জ্বলে ওঠে হাজার হাজার হোমকুণ্ড। মা তারার দর্শন পেতে এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ পাওয়ার আশায় তারাপীঠে এসে ভিড় জমান তন্ত্রসাধক থেকে সাধারণ পুণ্যার্থীরাও। তারাপীঠে আসা পুণ্যার্থীরা যাতে নির্বিঘ্নে মা তারার মন্দিরে পুজো দিতে পারেন তার জন্য সবরকম ব্যবস্থা করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ ও তারাপীঠ মন্দির কমিটি। তারাপীঠ মন্দিরের প্রবেশ পথগুলিতে বসানো হচ্ছে মেটাল ডিটেক্টর গেট। তারাপীঠ মন্দির এলাকা জুড়ে বসানো হয়েছে সিসি টিভি ক্যামেরা। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য তৈরি করা হচ্ছে অস্থায়ী বাঁশের ব্যারিকেড।
মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে ১৭৫ জন বেসরকারি নিরাপত্তাকর্মী মোতায়েন করা হবে। বিশৃঙ্খলা ও নাশকতা এড়াতে রাজ্য পুলিশের আধিকারিক সহ হাজার জন পুলিশ কর্মী এবং ১ হাজার ৭০০ জন সিভিক ভল্যান্টিয়ার মোতায়েন করা হবে। থাকবে মহিলা ও সাদা পোশাকের পুলিশ। বুধবার দুপুর ২টা থেকেই তারাপীঠে কোনও গাড়ি প্রবেশ করতে দেওয়া হচ্ছে না। ১৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রামপুরহাটের মুনসুবা মোড়, চাকপাড়া মোড়, মল্লারপুরের আম্বা মোড়, বাহিনা মোড় তারাপীঠ থানার বেসিক মোড়ে আটকে দেওয়া হচ্ছে সমস্ত গাড়ি। তবে সেখান থেকে তারাপীঠ মন্দির পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য রাখা থাকবে পর্যাপ্ত পরিমাণে টোটো ও অন্যান্য গাড়ি।

মেরি মাটি, মেরা দেশ” প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে

অরবিন্দ ভবন থেকে মাটি সংগ্রহ করলেন ধর্মেন্দ্র প্রধান

কলকাতা ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোগ বিষয়ক মন্ত্রী শ্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান আজ “মেরি মাটি, মেরা দেশ” প্রচারাভিযানের অঙ্গ হিসেবে কলকাতার অরবিন্দ ভবনে যান। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই প্রচারাভিযানের সূচনা করেছেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অরবিন্দ ভবনে শ্রী অরবিন্দ ঘোষের স্মৃতিতে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন ও সেখান থেকে মাটি সংগ্রহ করেন।
অনুষ্ঠানে শ্রী প্রধান বলেন, আজাদি কা অমৃত মহোৎসবের সময় সমগ্র দেশ জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় একতা দেখিয়েছে। তিনি বলেন, দেশ গঠনে, ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য এবং জাতীয় একতা-অখণ্ডতা রক্ষায় আসুন আমরা সকলে অংশ নিই ও দেশকে স্বাধীন করতে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের আমরা স্মরণ করি। এই শপথ আমাদের নিতে হবে দেশের মঙ্গলের স্বার্থে। অরবিন্দ ভবন থেকে সংগ্রহ করা মাটি দিল্লিতে যে অমৃতবাটিকা তৈরি হবে সেখানে ব্যবহার করা হবে।

ভারতের সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় জুডিশিয়াল ডাটা গ্রিড

প্ল্যাটফর্মের আওতায় আসায় প্রশংসা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : দেশের সুপ্রিম কোর্টকে জাতীয় জুডিশিয়াল ডাটা গ্রিড প্ল্যাটফর্মের আওতায় আনার বিষয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতি যে ঘোষণা করেছেন তার প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সিদ্ধান্তের ফলে বকেয়া মামলার সম্পর্কে তত্ত্ব তল্লাশ সম্ভব হবে। শ্রী মোদী বলেন, প্রযুক্তির ব্যবহার বিচার প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনবে এবং দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।
এএনআই-এর এক্স হ্যান্ডেলে একটি পোস্টের জবাবে প্রধানমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে বলেছেন:
“সুপ্রিম কোর্ট এবং প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়জির এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ। প্রযুক্তির ব্যবহার বিচার প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা আনবে এবং দেশের বিচার ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করবে।”

অপসাংবাদিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে

তোলায় সাংবাদিক শ্যামল সান্যালকে পুরস্কার প্রদান

প্রতিনিধি, ঢাকা : নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ওবিচারপতি নাসিমুল হক নাসিম
অপসাংবাদিক বিরঃদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলায় সাংবাদিক শ্যামল সান্যালকে পুরস্কার প্রদানের সময় বলেন,ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।হলুদ সাংবাদিকতা দেশের জন্য ক্ষতিকর।সঠিক তথ্য তুলেধরে মানুষের কল্যাণে বস্তনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশন করতে হবে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়নে সাংবাদিকসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। সাইবার নিরাপত্তা বিধান নিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কাজ করছেন। সাংবাদিকবান্ধব সরকারের পক্ষে সাংবাদিকদের জন্য ভালো কিছুই করবে এমনটা আশা করা যায়।
১৪ সেপ্টেম্বরে বৃহস্পতিবার পাবনা সার্কেট হাউজ মিলনায়তনে হলুদ সাংবাদিকতা প্রতিরোধ ওবস্তনিষ্ঠ সাংবাদিকতা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।বাংলাদেশের বিচারপতি মো. নিজামুল হক নাসিম আরও বলেন,অনেক সাংবাদিকদের আজ বেতন দেয়া হয় না। তারা মাঠ পর্যায়ে সম্মান পাচ্ছেন না। এজন্য গণমাধ্যমের মালিকের এগিয়ে আসতে হবে। ওয়েজ বোর্ড মালিক পক্ষরা মানতে চান না। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকেও মামলা দিয়ে নবম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করে রেখেছেন। একজন সাংবাদিক ২২ ঘন্টা কাজ করবে আর মালিকেরা বেতন দিবে না এটা হতে পারে না।এজন্য সাংবাদিকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।
তিনি আরো বলেন, সাংবাদিকদের জন্য সাংবাদিকতা নীতিমালা তৈরি করা হচ্ছে।তাতে সাংবাদিকদের নূন্যতম যোগ্যতা হবে স্নাতক। তবে অভিজ্ঞতার আলোকে শর্ত শিথিল করা হবে।
বাংলাদেশ প্রেস কাউন্সিলের সচিব শ্যামল চন্দ্র কর্মকার, পাবনার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)শোয়েব আহমেদ,অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুদ আলমওজেলা সিনিয়র তথ্য কর্মকর্তা সামিউল ইসলাম বক্তব্য রাখেন।
পাবনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রবিউল ইসলাম রবি,পাবনা সংবাদপত্র পরিষদের সভাপতি আব্দুল মতীন খান,পাবনা প্রেসক্লাবের সম্পাদক সৈকত আফরোজ আসাদ,পাবনা রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি হাবিবুর রহমান স্বপন,সাধারন সম্পাদক কাজী মাহবুব মোর্শেদ বাবলা, পাবনা টেলিভিশন সাংবাদিক সমিতির সভাপতি রাজিউর রহমান রঃমি,সাধারন সম্পাদক আখিনুর ইসলাম রেমনপাবনা পাবনার চেতনার প্রধান প্রতিবেদক এস এম আদনান উদ্দিনসহ বিভিনৃ গণমাধ্যমের সংবাদকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিপন্ন বিস্ময়! হাজার বছরের পুরনো মমি

এলিয়েনের মতো দেখতে কেন?

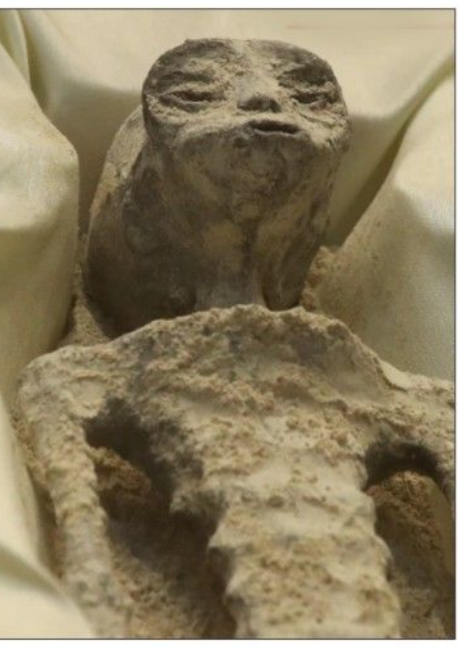

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভয়ংকর গতিতে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা। প্রথমে ২০০০, পরে ৫০০০, তার পরে ১০০০০! এখন গতিপ্রকৃতি যেদিকে তাতে মৃত্যুর সংখ্যা ২০ হাজার ছুঁই-ছুঁই বলেই আশঙ্কা। এর মধ্যে বিদেশি আছেন ৪০০ জন। ক্লাইমেট চেঞ্জ যে ক্রমশ ভয়াবহ হয়ে উঠছে, সেটা ক্রমে অনুভূত হচ্ছে। এখন পৃথিবী জুড়ে কোনও না কোনও দেশের কোনও না কোনও অংশে লেগেই থাকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।সোমবারই ঝড় ও বন্যার কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'দুর্যোগক্লিষ্ট অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলে এই বন্যাকে বলছে, ক্যাটাস্ট্রফিক ফ্লাড। মানচিত্র থেকে মুছে গেল মেডিটেরানিয়্যান সিটি? সোমবারই ঝড় ও বন্যার কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকাকে 'দুর্যোগক্লিষ্ট অঞ্চল' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট সকলে এই বন্যাকে বলছে, ক্যাটাস্ট্রফিক ফ্লাড। মানচিত্র থেকে মুছে গেল মেডিটেরানিয়্যান সিটি?জমিয়ে বাংলা গান শুনলেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট! লালনমুগ্ধ ম্যাক্রোঁ হাতে নিলেন একতারাও... কিন্তু সেটা তত বড় কথা নয়, বড় কথা হল, এলিয়েনের মতো দেখতে এই মূর্তিটির আইডিয়া হাজার বছর আগে এল কোথা থেকে? কেননা, এলিয়েনের ধারণা তো আর এত পুরনো নয়! আর মজাটা বা আগ্রহের মূল জায়গাটা সেটাই। তাহলে কি আজ আমরা যাদের এলিয়েন বলে জানি-চিনি, তারা আসলে নতুন কিছু নয়, পুরনো অতীত?
একটি স্বচ্ছ বাক্সে এই আশ্চর্য মূর্তিটি সকলের দেখার জন্য রাখা হয়েছে। এই মূর্তিটি নিয়ে যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে তার মূলে আছেন ইউএফওবিদ তথা সাংবাদিক জাইমে মৌসান। তিনিই বিষয়টি নিয়ে লেখালেখি করেন। জনসাধারণের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেন।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২৫৫ সংখ্যা ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ শুক্রবার ২৮ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানকে একঘরে করা দরকার!'
কাশ্মীরে জঙ্গি হানায় শহিদ তিন আধিকারিক, ফুঁসছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী

কাশ্মীরের অনন্তনাগ। বুধবার জঙ্গি নিকেশ অভিযানে গিয়ে শহিদ হয়েছেন তিনি নিরাপত্তা আধিকারিক। একজন কর্নেল মনপ্রীত সিং, অপরজন হলেন মেজর আশিস ধোনাক ও ডিএসপি হুমায়ুন ভাট। এনকাউন্টারে নেমে শহিদ হয়েছেন তাঁরা। এই ঘটনা কার্যত নাড়িয়ে দিয়েছে গোটা দেশকে। তবে ইতিমধ্যেই ভারতীয় বাহিনী অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে জঙ্গি দমনের কাজ করে যাচ্ছে।তবে ভারত অবশয় গোটা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, আমাদের বীর জওয়ানের আত্মতয়াগ বিফলে যাবে না। এর যোগ্য উত্তর দেওয়া হবে। যে জঙ্গিরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। শহিদদের পাশে গোটা দেশ রয়েছে। এই জঙ্গিদের আমরা ক্ষমা করব না।তিনি বলেন, এটা নিয়ে ভাবতে হবে। যদি আমরা পাকিস্তানকে আলাদা করতে না পারি তবে ওরা বলবে সব ঠিক আছে। বলিউডে চলে আসবে, ক্রিকেট ম্যাচ খেলতে চলে আসবে, বলবে সব ঠিক আছে। চাঙা আছে সব। ওদের উপর চাপ দেওয়ার জন্য ওদের একঘরে করতে হবে।

কাশ্মীরের অনন্তনাগে গুলির লড়াই। সেখানেই শহিদ হয়েছেন দুই আধিকারিক। ওখানেই লুকিয়েছিল জঙ্গিরা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সেখানে হানা দেন সুরক্ষা আধিকারিকরা। সেই সময় পালটা গুলি চালায় জঙ্গিরা। দ্য রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্ট, লস্কর ই তৈবার একটা সহযোগী সংগঠন এই ঘটনার দায় স্বীকার করেছে।এবার সেই ঘটনা নিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জেনারেল ভিকে সিং। সংবাদ সংস্থা এএনআইকে তিনি জানিয়েছেন, আমাদের এটা ভাবতে হবে। যতক্ষণ না পর্যন্ত আমরা পাকিস্তানকে আলাদা করতে না পারছি, বিচ্ছিন্ন করতে না পারছি (একঘরে করতে না পারছি) ততক্ষণ পর্যন্ত তারা ভাববে এটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তাদেরকে চাপে রাখার জন্য তাদেরকে আলাদা করতেই হবে। তাদের এটা জানতেই হবে যে যতক্ষণ না তুমি স্বাভাবিক না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনও কিছুই স্বাভাবিক হবে না।তবে ভারত অবশয় গোটা বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র শাহনাওয়াজ হুসেন জানিয়েছেন, আমাদের বীর জওয়ানের আত্মতয়াগ বিফলে যাবে না। এর যোগ্য উত্তর দেওয়া হবে। যে জঙ্গিরা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত তাদের যোগ্য জবাব দেওয়া হবে। শহিদদের পাশে গোটা দেশ রয়েছে। এই জঙ্গিদের আমরা ক্ষমা করব না।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ
হিন্দি দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন

নয়াদিল্লি, ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ হিন্দি দিবস উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বার্তায় বলেছেন, ভারত বিভিন্ন ভাষার দেশ। হিন্দি বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভাষার বৈচির্ত্যকে ঐক্যবদ্ধ করে। তিনি বলেছেন, হিন্দি গণতান্ত্রিক ভাষা। এটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা ও উপভাষার পাশাপাশি অনেক আন্তর্জাতিক ভাষাকেও শ্রদ্ধা করে এবং তাদের শব্দ, বাক্য এবং ব্যাকরণবিধিকে গ্রহণ করেছে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সংকটকালে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে হিন্দি ভাষা অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন করেছিল। বিভিন্ন ভাষা এবং উপভাষায় বিভক্ত দেশে ঐক্যের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলেছিল এই ভাষা। যোগাযোগের ভাষা হিসেবে হিন্দি স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। শ্রী শাহ বলেছেন, দেশে 'স্বরাজ' এবং 'স্বভাষা'র জন্য আন্দোলন চলেছিল একইসঙ্গে। স্বাধীনতা আন্দোলন এবং স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হিন্দির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বিবেচনা করে সংবিধান প্রণেতারা ১৯৪৯এর ১৪ সেপ্টেম্বর হিন্দিকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, যে কোন দেশের নিজস্বতা এবং সৃষ্টিশীল অভিব্যক্তি সম্ভব হয় একমাত্র নিজের ভাষার মাধ্যমে। খ্যাতনামা সাহিত্যিক ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র-এর বিখ্যাত কবিতা "নিজ ভাষা উন্নতি অহৈ, সব উন্নতি কো মূল", উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের ভাষার অগ্রগতিই সার্বিক অগ্রগতির মূলে। শ্রী শাহ বলেন, আমাদের সব ভারতীয় ভাষা এবং উপভাষা আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য যা আমাদের বহন করে নিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, হিন্দি কখনও অন্য কোনও ভারতীয় ভাষার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেনি এবং প্রতিযোগিতায় নামবেও না। আমাদের সকল ভাষাকে শক্তিশালী করলেই একমাত্র আমাদের দেশ শক্তিশালী হবে। মন্ত্রী বলেন, তাঁর বিশ্বাস হিন্দি সব স্থানীয় ভাষাকে শক্তিশালী করে তোলার মাধ্যম হয়ে উঠবে। শ্রী অমিত শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারতীয় ভাষাগুলি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাপ্য স্বীকৃতি এবং শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। তিনি আরও বলেন, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সরকারি ভাষা দপ্তর আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভারতীয় ভাষাগুলিকে সমৃদ্ধ করে তুলতে অবিরাম প্রয়াস চালাচ্ছে যাতে সেগুলি জনপ্রশাসন, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবহারের ভাষা হয়ে ওঠে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর অভিভাবকত্বে জনকল্যাণমুখী কর্মসূচিগুলি কার্যকরভাবে রূপায়িত হচ্ছে সরকার এবং মানুষের মধ্যে ভারতীয় ভাষায় যোগাযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি ভাষা সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটি গঠন করা হয় দেশের সরকারি ভাষা সংক্রান্ত কাজকর্মের নিয়মিত পর্যালোচনার জন্য। কমিটির দায়িত্ব সারা দেশে সরকারি কাজে হিন্দি ভাষা ব্যবহারের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে রাষ্ট্রপতির কাছে রিপোর্ট পাঠানো। শ্রী শাহ আরও বলেছেন, রাষ্ট্রপতির কাছে এই রিপোর্টের দ্বাদশ খণ্ডটি পাঠানো হয়েছে এ কথা জানাতে পেরে তিনি খুশি। ২০১৪ সাল পর্যন্ত এই রিপোর্টের মাত্র ৯টি খণ্ড পেশ করা হয়েছিল, কিন্তু মাত্র ৪ বছরে আমরা তিন খণ্ড পেশ করেছি। ২০১৯ থেকে ৫৯টি মন্ত্রকের সবকটিতে হিন্দি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সেগুলিতে নিয়মিত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি ভাষা ব্যবহার বেড়ে চলার পরিপ্রেক্ষিতে এ পর্যন্ত মোট ৫২৮টি টাউন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্লিমেনেটশন কমিটিজ (টিওএলআইসি) গঠন করা হয়েছে। এমনকি বিদেশে লন্ডন, সিঙ্গাপুর, ফিজি, দুবাই এবং পোর্ট-লুই-তে টাউন অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ ইমপ্লিমেন্টেশন কমিটিজ গঠন করা হয়েছে। ভারত রাষ্ট্রসংঘেও হিন্দি ভাষা ব্যবহার বাড়ানোর উদ্যোগ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, সরকারি ভাষা দপ্তর 'অল ইন্ডিয়া অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কনফারেন্স' আয়োজন করার নতুন প্রথাও চালু করেছে। প্রথম সারা ভারত সরকারি ভাষা সম্মেলন আয়োজিত হয় ২০২১এর ১৩-১৪ নভেম্বর বারাণসীতে এবং দ্বিতীয় সম্মেলনটি আয়োজিত হয় সুরাতে ২০২২এর ১৪ সেপ্টেম্বর। এ বছর পুনেতে তৃতীয় সারা ভারত সরকারি ভাষা সম্মেলনের আয়োজন করা হচ্ছে। তিনি বলেন, প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি ভাষায় উন্নতি ঘটাতে সরকারি ভাষা দপ্তর 'কণ্ঠস্থ' নামে স্মৃতি নির্ভর অনুবাদ পদ্ধতি তৈরি করেছে। সরকারি ভাষা দপ্তর নতুন উদ্যোগ হিসেবে 'হিন্দি শব্দসিন্ধু' নামে একটি অভিধানও তৈরি করেছে। সংবিধানের অষ্টম সারণীতে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় ভাষাগুলি থেকে শব্দ সংগ্রহ করে এই অভিধানটিকে নিয়মিত সমৃদ্ধ করা হচ্ছে। এই দপ্তর একটি 'ই-মহাশব্দকোষ' মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেছে যাতে আছে ৯০ হাজার শব্দ। এ ছাড়াও প্রায় ৯ হাজার শব্দ নিয়ে একটি 'ই-সরল' অভিধানও তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ভাষা পরিবর্তনের নীতি অনুযায়ী "ভাষা জটিলতা থেকে সরলতার দিকে এগিয়ে যায়।" শ্রী শাহ বলেছেন, তাঁর মতে সরকারি কাজে সহজ এবং স্পষ্ট হিন্দি শব্দ ব্যবহার করা উচিত। তাঁর বিশ্বাস সরকারি ভাষা দপ্তরের এইসকল প্রয়াসে এবং সব মাতৃভাষা থেকে শব্দ সংগ্রহ করে মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে হিন্দি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগতভাবে গ্রহণীয় হবে এবং একটি সমৃদ্ধ সরকারি ভাষা হয়ে উঠবে। হিন্দি দিবস উপলক্ষে সকলকে আরও একবার অভিনন্দন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

শিব উত্তরে বললেন, 'আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।'

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বেদান্ত দর্শনের উৎস ও বিকাশ

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(চতুর্থ পর্ব)

সর্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিলো। সমস্তই চিহ্নবর্জিত ও চতুর্দিকে জলমগ্ন ছিলো। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সে সর্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সে এক বস্তু জন্মিলেন। ৪। সর্বপ্রথম মনের উপর কামের আবির্ভাব হলো, তা হতে সর্বপ্রথম উৎপত্তির কারণ নির্গত হলো। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধি দ্বারা আপন হৃদয়ে পর্যালোচনাপূর্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করলেন। ৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভব হলেন, মহিমা (পঞ্চভূত) সকল উদ্ভব হলেন। ওদের রশ্মি দু'পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধ দিকে বিস্তারিত হলো, নিম্নদিকে (নিকৃষ্ট) স্বধা (অন্ন) রইলো, প্রয়তি (ভোক্তা পুরুষ) উর্দ্ধদিকে (উৎকৃষ্ট) রইলেন। ৬। কেই বা প্রকৃত জানে? কেই বা বর্ণনা করবে? কোথা হতে জন্মিল? কোথা হতে এ সকল নানা সৃষ্টি হলো? দেবতারা এ সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হয়েছেন, কোথা হতে যে হলো, তা কেই বা জানে? ৭। এ নানা সৃষ্টি যে কোথা হতে হলো, কার থেকে হলো, কেউ সৃষ্টি করেছেন, কি করেননি, তা তিনিই জানেন, যিনি এর প্রভুস্বরূপ পরমধামে আছেন, অথবা তিনিও না জানতে পারেন।"

সৃষ্টির আদি কারণ ও প্রণালীর পর্যালোচনা সমৃদ্ধ এই নাসদীয় সূক্তটির ভাব দেখে এটিকেও বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলে বিবেচনা করা হয়। সূক্তটির জ্ঞাতব্য হলো, সৃষ্টির পূর্বের অবস্থা বর্ণনা এবং পরমাত্মার অনুভব। প্রকৃতির যে কার্যসমূহ ও সৌন্দর্যকে ঋষিগণ দেবতা বলে পূজা করতেন, তাঁরা আদি দেব নহেন, তাঁরাও সৃষ্ট অর্থাৎ কার্য মাত্র, তা ঋষির মনে উদয় হয়েছে। তবে জগতের কারণ কে, আদি কে, এসব প্রশ্নের এক অব্যক্ত উত্তর যেন এই সূক্ত। কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া যে মনুষ্যের সাধ্য নয়, বেদের ঋষি তাও স্বীকার করেছেন এখানে।

এই প্রশ্নসমূহ এবং তার উত্তর থেকেই বৈদান্তিক বা উপনিষদীয় দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব বলে ধরা হয়। বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থা কারও মতে ছিলো সৎ বা অস্তিত্ববান, কারও মতে অসৎ। আবার কেউ বাদ-প্রতিবাদ সংবাদ দ্বারা- 'সৎ নয়, অসৎও নয়'- বলে প্রতিষেধের প্রতিষেধ করেছেন। ঋষি কল্পনা করেছেন বিশ্বের প্রাথমিক অবস্থায় সেই মহাশূন্যে এক সত্তার অস্তিত্বকে যিনি সেই মৃত-শূন্য জগতে ছিলেন একমাত্র সজীব সত্তা। প্রথমে বিশ্ব ছিলো অনন্ত জলরাশি, ঋগ্বেদোক্ত এই তথ্য প্রাচীন বৃহদারণ্যক উপনিষদেও দেখা যায় এভাবে- 'আপ এব ইদমগ্র আসুঃ' অর্থাৎ, প্রথমে বিশ্ব ছিলো অনন্ত জলরাশি। - (বৃহদারণ্যক: ৫/৫/১)

বৃহদারণ্যক উপনিষদ

এছাড়াও ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের কল্পনাকে অক্ষুণ্ন রাখার জন্যেই হয়তো বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণে বলা হয়েছিলো- সৃষ্টির প্রথমে এসব কিছুই ছিলো না। যা ছিলো, তা আবৃত ছিলো মৃত্যুর (জীবন শূন্যতা) দ্বারা। সেই মৃত্যু হলো 'অশনায়া'-রূপ মৃত্যু। 'অশনায়া' হলো ভোগেচ্ছা-বুভুক্ষা-ক্ষুধার দাহ। এই মৃত্যু সংকল্প করলেন- 'আমি আত্মন্বী হবো'। অর্থাৎ আমি আত্মবান বা অবয়বযুক্ত কায়াময় হবো। তিনি এই সংকল্পে স্থির থেকে নিজেই নিজের অর্চনা করতে করতে চতুর্দিক বিচরণ করে বেড়াতে লাগলেন। সেই অর্চনা বা আত্মানুশীলনের ফলে উৎপন্ন হলো জল। মৃত্যু তাই দেখে মনে মনে চিন্তা করলেন- অর্চনারত আমার জন্য কম অর্থাৎ জল বা সুখ উৎপন্ন হলো, এই কারণেই অর্কের অর্কত্ব। অর্ককে যিনি এইভাবে জানেন, জলের অভাব তিনি কখনোই অনুভব করেন না- জল হয় তাঁর নিত্যসঙ্গী। (যদিও সাধারণ অর্থে অর্ক হলো তেজ বা অগ্নি, কিন্তু এখানে অর্ক-কে গৌন অর্থে জল এবং জলরূপে জানার কথা বলা হয়েছে।)। (বৃহদারণ্যক: ১/২/১)।

জলই অর্ক। জলের উপরিভাগ ক্রমশ কঠিন হলো। সংঘাতের মাধ্যমে জমতে শুরু করলো সরের মতো আস্তরণ। সেই আস্তরণ হলো পৃথিবী। অশনায়া মৃত্যু তার সৃষ্টিকার্যে বা ভোগ্যবস্তুর অভিলাষে অফুরন্ত পরিশ্রমে ক্লান্ত হলেন। ক্ষিতি-তত্ত্বের উপর শয়ান সেই স্রষ্টাপুরুষ মৃত্যুর পরিশ্রান্ত এবং উত্তপ্ত রোমবিবর থেকে নির্গত হলো তেজের সার-অংশরূপে অগ্নি, বিরাটরূপী অগ্নি। (বৃহদারণ্যক: ১/২/২)।

এই কল্পনাকে প্রলম্বিত করে উপনিষদীয় ঋষি তাঁর সৃষ্টিতত্ত্বকে আরো বিস্তৃত করলেন এভাবে- 'তিনি নিজেকে তিনভাগে ভাগ করলেন। অর্থাৎ সেই বিরাট পুরুষ হলেন তিন- অগ্নি বা তেজ একভাগ; অপর দুটি হলো- আদিত্য আর বায়ু। সেই প্রাণ এইভাবে নিজেকে তিনভাগ করলেন। সেই বিরাট-পুরুষের পূর্বদিক হলো মাথা; অগ্নি আর ঈশান কোণ দুটি হলো 'ঈর্মৌ' অর্থাৎ দুটি বাহু; পশ্চিম দিক হলো পুচ্ছ; নৈঋত আর বায়ুকোণ দুটি হলো তার দুই উরু; দক্ষিণ আর উত্তর দিক দুটি দুই পাশ; দ্যুলোক তার পিঠ; অন্তরিক্ষ হলো উদর; আর এই পৃথিবী হলো বুক। তিনি জলে প্রতিষ্ঠিত। অর্করূপী মৃত্যুকে যিনি জলে প্রতিষ্ঠিত বলে জানেন, তিনি যেখানেই যান না কেন সেখানেই তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।' (বৃহদারণ্যক: ১/২/৩)।

এই বৃহদারণ্যকেরই আরেক জায়গায় সৃষ্টির বর্ণনায় বলা হয়েছে- 'এই সৃষ্টির পূর্বমুহূর্তে ছিলো এক পুরুষ-রূপ। তিনি হলেন 'আত্মা'। তিনি চতুর্দিকে দৃষ্টি-বিক্ষেপ করে নিজেকে ছাড়া দ্বিতীয় আর কাউকে দেখতে না পেয়ে বলে উঠলেন- 'সোহহমস্মি'। অর্থাৎ সেই আমি ('সোহং') একমাত্র 'আমি'- আমিই, তাঁর উচ্চারিত এই 'অহং' বা 'আমি' হলো প্রথম নাম, যা আজও আমরা নিজের নামোচ্চারণের পূর্বে ব্যবহার করি। সেই 'আমি'র সঙ্গে দ্বিতীয় নামের পরিচয় যোগ করে জবাব দেই- 'আমি অমুক'। তিনি 'পুরুষ'। কারণ তিনি পূর্বেই যাবতীয় পাপ দগ্ধ করে নিষ্পাপ হয়েছিলেন। দগ্ধ করে তিনি হয়েছিলেন পাপ-বর্জিত-তাই পুরুষ। সর্বশ্রেষ্ঠ এই পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি সেই ব্যক্তিকে নিমেষে দগ্ধ করেন, যে তাঁর চেয়েও শ্রেষ্ঠ হতে চায়।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/১)। 'হঠাৎ একসময় তিনি বেশ ভীত হয়ে পড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে তিনি শক্ত করে নিলেন এই বলে- 'আমি ছাড়া আর যখন কোথাও কিছু নেই, তখন আমি এতো ভয় পাবো কেন?' মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভয়ও চলে গেলো। সেই থেকে মানুষ যখন একা থাকে, একটা ভয়-ভাব সে মনে মনে অনুভব করে। মন শক্ত করলেই সেই ভাব আর থাকে না।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/২)। তিনি কিন্তু আনন্দ পেলেন না। সেই থেকে আজও কেউ একা থাকার সময় মানুষ কোন আনন্দ পায় না। সঙ্গী না থাকলে আনন্দ কোথায়? তাই তিনি আনন্দ রস আস্বাদ করার জন্য চাইলেন দ্বিতীয় সত্তাকে। এক সেই আত্মার মধ্যেই একটি পুরুষ আর একটি স্ত্রী-সত্তা ছিলো সমালিঙ্গিত- একে অপরকে জড়িয়ে। যেই মুহূর্তে মনে জাগলো আনন্দ-রস আস্বাদনের ইচ্ছা, অমনি তিনি নিজের দেহকেই ভাগ করলেন দুটি ভাগে। বিভক্ত সেই দুটি সত্তা হলো- পুরুষ আর স্ত্রী-পতি এবং পত্নী। এই কারণেই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছিলেন- প্রত্যেকে নিজ 'অর্ধবৃগলে'র মতো (অর্থাৎ সমান দুটি ভাগ নিয়ে গোটা একটি ডালের এক এক অংশ-র নাম হলো 'বৃগল' বা বিদল)। দুটি বিদল নিয়ে গোটা একটি ডালের মতোই আমাদের এই স্থুল-শরীর স্ত্রী-পুরুষে সমালিঙ্গিত। স্ত্রী-অর্ধাংশ। তাই অর্ধাঙ্গিনীই পূর্ণ করে থাকে পুরুষের শূন্যস্থান। রসময় সেই আত্মা, পুরুষ এবং স্ত্রীরূপে নিজেকে অভিব্যক্ত করে সৃষ্টি লীলাবিলাসে মেতে উঠলেন। সেই পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে হলেন মিথুন- স্ত্রীতে উপগত হলেন। তা থেকেই মানুষের উৎপত্তি।' (বৃহদারণ্যক: ১/৪/৩)। 'অর্ধ অঙ্গজাত সেই নারীর মনে এলো দ্বিধা, সংকোচ। মন তাঁর হলো আলোড়িত। ভাবলেন- এ কী হলো, নিজের অর্ধ-অঙ্গ থেকে যিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন, তিনিই কিনা আমার সঙ্গে করলেন রতিক্রিয়া? এই নিদারুণ লজ্জায় আত্মগোপন করা ছাড়া আর কি উপায় আছে, এই ভেবে তিনি ধরলেন গাভীর রূপ। প্রজাপতি পুরুষটির মধ্যে তখন সৃষ্টি সুখের উল্লাস। তিনিও তাই দেখে বৃষরূপ ধরে সেই গাভীতে উপগত হলেন। উৎপন্ন হলো গোজাতি। আবার আত্মগোপন করলেন নারী। ধরলেন ঘোটকীর রূপ, পুরুষটি হলেন ঘোটক, নারী হলেন গর্দভী, পুরুষ হলেন গর্দভ। উৎপন্ন হলো 'একশফস্থ' অর্থাৎ এক খুরবিশিষ্ট প্রাণী। আবার আত্মগোপন করলেন নারী।

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

সত্যিই কি এবার রাজনীতিতে আসছেন সামান্থা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সামান্থা রুথ প্রভু দক্ষিণের অন্যতম জনপ্রিয় নায়িকা। তবে 'দ্য ফামিলি ম্যান' ও 'পুষ্পা' ছবির আইটেম গান 'উ আন্তাভা'-এর পর সর্বভারতীয় পরিচিতি পেয়েছেন অভিনেত্রী। কিন্তু 'পুষ্পা'-র সময় থেকে ব্যক্তিগত জীবনে বেশ ওঠাপড়া যাচ্ছে তার। নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে। বেশ অনেক দিন হল মায়োসাইটিস বা পেশিপ্রদাহ রোগ নিয়ে ভুগছেন তিনি। অসুস্থতার কারণে আপাতত কাজ থেকে দূরে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যদিও তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ঢুঁ দিলে তেমনটা বোঝা দায়। কখনও নিজের লুক বদলে সমুদ্রের পারে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নায়িকা, কখনও পাহাড়ে ঘুরছেন। এবার তাকে নিয়ে নতুন জল্পনা, তিনি নাকি রাজনীতিতে যোগ দিতে চলেছেন!

২০০৩ সাল থেকে শুরু অভিনয় জীবনে একটা লম্বা সময় কাটিয়ে দিয়েছেন সামান্থা। এবার গুঞ্জন তার রাজনীতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে। সামান্থা বরাবরই তেলেঙ্গনার কৃষকদের পক্ষে দাঁড়িয়েছেন। সে রাজ্যের হস্তশিল্পী, তাঁতশিল্পীদের হয়েও কথা বলতে শোনা গেছে তাকে। এবার শোনা যাচ্ছে, সামান্থা নাকি রাজনৈতিক দল ভারতীয় রাষ্ট্র সমিতির হয়ে ভোট প্রচার করবেন। যদিও এখনও বিষয়টি কোনও মন্তব্য করেননি সামান্থা।

কাজ থেকে দূরে থাকলেও ফিটনেস নিয়ে এখনও সচেতন নায়িকা। বিভিন্ন সময় শরীর চর্চার ছবি ও ভিডিও পোস্ট করেন। সম্প্রতি তার ভোলবদলকে কেন্দ্র করে উঠেছিল নানা প্রশ্ন। কেউ কেউ আবার প্রশ্ন করেছিলেন, শারীরিক অসুস্থতার জন্যই কি নিজের লুকে এই পরিবর্তন এনেছেন অভিনেত্রী? তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে, তিনি বেশ কঠিন সময় পার করছেন।

একাধিক তামিল, তেলেগু ও হিন্দি ছবির অগ্রিম অর্থও নাকি ফেরত দিয়েছেন তিনি। এখন ছবিপিছু সাড়ে তিন থেকে চার কোটি রুপি নেন সামান্থা। খবর, বিরতির জন্য তিনটি ছবির কাজ ছেড়েছেন অভিনেত্রী। সম্প্রতি তার 'কুশি' ছবি মুক্তি পেয়েছে। বক্স অফিসে সাফল্যও পেয়েছে এই ছবি। যদিও সেভাবে সময় দিতে পারেননি বলে এই ছবিতেও নিজের পারিশ্রমিকের এক কোটি রুপি ফিরিয়ে দিয়েছেন সামান্থা।

গায়ের চামড়া মোটা করেই কাজে নামতে হবে: কৌশানী

নিজস্বসংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ট্রোল হওয়া নিয়ে এখন আর মাথা ঘামান না কৌশানী মুখার্জি। কলকাতার জনপ্রিয় অভিনেত্রী বলেন, ফেমাস বলেই ট্রোল হয় - এটা আমার কাছে এখন স্পষ্ট। এও বুঝেছি, ট্রোলের জন্য গায়ের চামড়া মোটা করেই যে কোনো কাজে নামতে হবে, তা রাজনীতি হোক কিংবা অভিনয়। কে কী বলল, তা ভাবনায় আনা যাবে না। সেজন্যই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের মন্তব্যগুলো পড়া বন্ধ করে দিয়েছি।'

সম্প্রতি এক পার্টিতে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে উদ্দাম নাচে মেতে উঠেছিলেন কৌশানী, যা নিয়ে রীতিমতো ট্রোল করে যাচ্ছেন নেটিজেনরা। তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই কথাগুলো বলেছেন তিনি। সোজাসাপ্টা এও জানিয়ে দিয়েছেন, কোনো ধরনের ট্রোলকেই তিনি আর পাত্তা দেন না। যে বিষয়টি নিয়ে ট্রোল হচ্ছে, সেটিও সাধারণ একটা ঘটনা।

মূলত 'আবার প্রলয়' সিরিজের সাফল্য উদযাপন করতেই এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে পরিচালক রাজ চক্রবর্তীর নাচের সঙ্গী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর স্ত্রী অভিনেত্রী শুভশ্রীও উপস্থিত ছিলেন সেই পার্টিতে। তিনি অন্তঃসত্ত্বা বলে নাচে অংশ নেননি। সে কারণেই নাচে রাজের সঙ্গী হয়েছেন। এই সাধারণ বিষয়টি ট্রোলকারীরা তিল থেকে তালে রূপান্তরিত করবে তা স্বপ্নেও ভাবেননি কৌশানী।

তাঁর কথায়, 'সফলভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হলে, 'ট্রোল' নামক শব্দগুলো এড়িয়ে চলতেই হবে। নিজের কাজ যতক্ষণ সৎ ও সঠিকভাবে করে যাচ্ছি, ততক্ষণ কোনো কিছু নিয়েই ভাবনা নেই।'

মধুমিতার নতুন ছবি দেখে দর্শকের কটাক্ষ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : প্রায় প্রতিদিনই বিভিন্ন কারণে চর্চায় উঠে আসে পশ্চিমবঙ্গের অভিনেত্রী মধুমিতা সরকারের নাম। কখনও তার ছবি ঘিরে তৈরি হয় বিতর্ক। কখনও আবার তার অভিনয় নিয়ে হয় বিস্তর সমালোচনা। ইদানিং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছেন নায়িকা। কখনও শুটিংয়ের জন্য। কখনও আবার সময় পেলেই চলে যাচ্ছেন নিজের প্রিয় জায়গায় ঘুরতে।

তবে তিনি যেখানেই যান না কেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছবি পোস্ট করতে মিস করেন না। ইদানিং আবার তীর্থস্থান, মন্দিরেই বেশি দেখা যাচ্ছে তাকে। ফলে তা নিয়ে উঠছে নানা ধরনের প্রশ্ন।

কয়েক দিন আগেই মধুমিতা গিয়েছিলেন অরুণাচল প্রদেশে শুটিং করতে। সেখানকার বেশ কিছু ছবি তিনি পোস্ট করেই চলেছেন। এমনই একটি ঘুরতে যাওয়ার ছবি পোস্ট করে বিস্তর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হল অভিনেত্রীকে। কাঠের বারান্দায় বসে রোদ পোহাচ্ছেন অভিনেত্রী। সোনালি রোদ এসে পড়েছে তার মুখে। বোঝা যাচ্ছে, মেকআপের লেশমাত্র নেই। ব্যস, এই ছবি দেখতেই দর্শকের একাংশের কটাক্ষের শিকার হলেন তিনি।

একজন লিখেছেন, "লিপস্টিক ছাড়া আপনার ঠোঁট তো বিভৎস!" আরেকজন লিখেছেন, "মেকআপ ছাড়া আপনাকে তো চোখে দেখা যাচ্ছে না!" আবার কেউ লিখেছেন, "মুখে রং মেখে মেখে আপনার আসল চেহারাই ঢাকা পড়ে গেছে।"

তবে এই সব নেতিবাচক মন্তব্যের কোনও উত্তর দেননি মধুমিতা। কোনওদিনই এই ধরনের মন্তব্যে গুরুত্ব দিতে রাজি নন তিনি। সদ্য ফিরেছেন শিলাদিত্য মৌলিকের নতুন ছবিওকে প্রথম কাছে এসেছি'র শুটিং সেরে। শোনা যাচ্ছে, খুব শিগগিরই একটি হিন্দি ছবির শুটিং শুরু করবেন তিনি।

তিন দিনে ৩৫০ কোটি রুপি আয় জওয়ানের

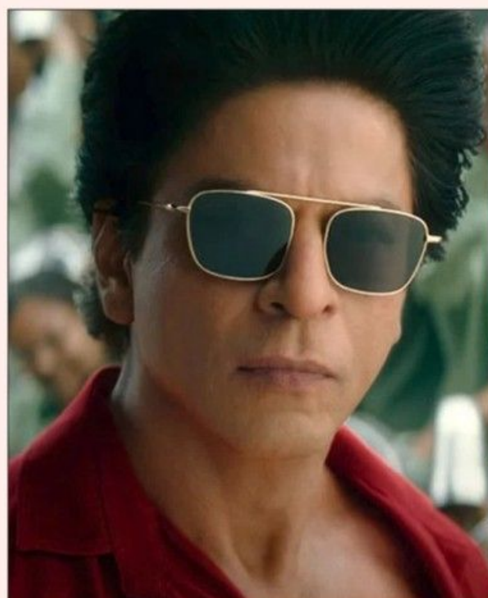

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এই ঝড় প্রত্যাশিতই ছিল। গত কয়েকমাস ধরেই জওয়ানের উন্মাদনা দেখে বোঝা যাচ্ছিল, বক্স অফিস রীতিমতো তছনছ করতেই আসছেন বলিউড বাদশা শাহরুখ খান। আর করছেনও তাই! মুক্তির মাত্র তিন দিনেই বিশ্বব্যাপী ৩০০ কোটির ঘরে পৌঁছে গেছে 'জওয়ান'। ভারতের চলচ্চিত্র বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ মনোবালা ভি জানিয়েছেন, প্রথম তিন দিনেই বিশ্বজুড়ে ৩৫০ কোটি রুপি ব্যবসা করেছে 'জওয়ান'। তৃতীয় দিনে ছবিটি হিন্দি, তামিল এবং তেলুগুতে যথাক্রমে গ্রস ৭৩.৭৬ কোটি, ৫.৩৪ কোটি এবং ৩.৭৪ কোটি ব্যবসা করেছে। অর্থাৎ তৃতীয় দিনে ছবিটির আয় মোট ৮২.৮৪ কোটি টাকা। আয়ের সংখ্যা চোখ কপালে তোলার মতোই! রবিবার সারাদিনে 'জওয়ান'-এর আয় আরও বেড়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। আতলী কুমার পরিচালিত এই ছবি বলিউডের সর্বকালের সর্বোচ্চ ওপেনিং। উল্লেখ্য, পাঠানের পর জওয়ান শাহরুখের দ্বিতীয় প্যান ইন্ডিয়া রিলিজ। এতে আরো রয়েছেন জনপ্রিয় নায়িকা দীপিকা পাড়ুকন, দক্ষিণের সুপারস্টার নয়নতারা এবং বিজয় সেতুপাতি।

টেন্ডুলকারের শতরানের রেকর্ড ভাঙলেন ওয়ার্নার

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শচীন টেন্ডুলকরের শতরানের রেকর্ড ভেঙে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে শতরান করে শচীনকে টপকালেন তিনি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ওপেনার হিসেবে সব থেকে বেশি শতরান হল ওয়ার্নারের। এতদিন এই রেকর্ড ছিল শচীনের দখলে।

ওপেনার হিসেবে শচীন ৪৫টি শতরান করেছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিজের ৪৬তম শতরান করলেন ওয়ার্নার। টেস্টে ২৫, একদিনের ম্যাচে ২০ ও টি-টোয়েন্টিতে একটি শতরান রয়েছে তার (শচীনের সব মিলিয়ে ১০০টি শতরান রয়েছে। টেস্টে তিনি চার নম্বরে খেলতেন। তাই টেস্টে শতরান এই তালিকায় নেই)। তবে শচীনের নজির ভাঙতে অনেক বেশি ইনিংস খেলেছেন ওয়ার্নার। ওপেনার হিসেবে ৩৪২ ইনিংসে ৪৫টি শতরান করেছিলেন শচীন। ওয়ার্নার নিয়েছেন ৪২৮ ইনিংস।

উল্লেখ্য, জোড়া সেঞ্চুরিতে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে ১২৩ রানের বড় জয় পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে গেছে ২-০ তে।

মেসিবিহীন ম্যাচেও জয় পেল মায়ামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : মেসিবিহীন ম্যাচেও জয় পেয়েছে ইন্টার মায়ামি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচে স্পোর্টিং কানসাস সিটির বিপক্ষে ৩-২ গোলের জয় পেয়েছে দলটি। একটি গোল করেছেন আরেক আর্জেন্টাইন ফাকুন্দো ফারিয়াস। জোড়া গোল করেছেন ইকুয়েডরের ফরোয়ার্ড লিওনার্দো কাম্পানা।

আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ম্যাচ খেলতে গেছেন লিওনেল মেসি। তবে এর মধ্যেই এমএলএস্থর প্লে-অফে জায়গা করে নেওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে হয়েছে ইন্টার মায়ামিকে। তবে মেসি না থাকলেও জয় পেতে সমস্যা হয়নি মায়ামির। যদিও লড়াই হয়েছে।

মেসিসহ ইন্টার মায়ামির নিয়মিত খেলোয়াড়দের ৮ জন জাতীয় দলের হয়ে খেলতে চলে গেছেন। তুলনামূলক৩দুর্বল্থ দল নিয়ে খেলতে নামা মায়ামি নিজেদের মাঠে ম্যাচের ৯ মিনিটেই পিছিয়ে পড়ে। তবে ২৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে মায়ামিকে সমতায় ফেরান কাম্পানা। প্রথমার্ধের শেষ বাঁশি বাজার ঠিক আগে দলকে ২-১ গোলে এগিয়ে দেন ইকুয়েডরের এই ফরোয়ার্ড।

দ্বিতীয়ার্ধে খেলতে নেমে ৬০ মিনিটে তৃতীয় গোল করেন ফাকুন্দো ফারিয়াস। তবে ৭৮ মিনিটে একটি গোল ফেরত দেয় স্পোর্টিং কানসাস সিটি। শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলের ব্যবধানে শেষ হয় খেলা।

জাপানের কাছে শোচনীয় হার, চাকরি হারিয়েও রেকর্ড গড়লেন জার্মান কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ঘরের মাঠে জাপানের বিপক্ষে ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে হেরেছে জার্মানরা। আর সেই হারের কোপ পড়েছে দলটির কোচ হ্যান্সি ফ্লিকের ওপর।

জার্মান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের (ডিএফবি) জাপানের কাছে হারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ফ্লিককে বরখাস্ত করেছে।

৯৭ বছরের ইতিহাসে চাকরি হারানো প্রথম কোচ ফ্লিক। ২০২১ সালের আগস্টে বিশ্বকাপ জয়ী কোচ ল্যুভের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছিলেন ফ্লিক। তার অধীনে ১৭ ম্যাচে মাত্র ৪টিতে জয় পেয়েছে জার্মানি। সর্বশেষ জয়টা ৬ মাস আগে। সবমিলিয়ে ৭৭০ দিন দায়িত্বে ছিলেন ফ্লিক। তার জায়গায় অন্তবর্তীকালীন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ক্রীড়া পরিচালক রুডি ফোলারকে। ফ্লিককে ছাঁটাইয়ের ব্যাপারে ডিএফবি সভাপতি বার্নড নুয়েনডর্ফ বলেছেন,৩ফুটবল বিশেষজ্ঞ হিসেবে হ্যান্সি ফ্লিক ও তাঁর সহকারীদের আমি সম্মান জানাই। কিন্তু আমাদের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার হলো মাঠের সাফল্য। কমিটির সদস্যদের মনে হয়েছে সাম্প্রতিক হতাশাজনক ফলের পর ছেলেদের মূল দলকে অনুপ্রেরণা জোগাতে নতুন কাউকে দরকার; দলকে আশাবাদ ও আত্মবিশ্বাসের চেতনায় গড়ে তোলা দরকার। তাই সিদ্ধান্তটা অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। ব্যক্তিগতভাবে এটা (ফ্লিককে ছাঁটাই) আমার জীবনের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্ত।'

পিএসজি ছেড়ে কাতারের ক্লাবে ভেরাত্তি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেকদিন ধরেই প্যারিসিয়ান সেইন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছাড়ার গুঞ্জন ছিল ইতালিয়ান মিডফিল্ডার মার্কো ভেরাত্তির। সেই আলোচনার মাঝেই ফরাসি ক্লাবটিতে এসেছে অনেক পরিবর্তন। সৌদি আরবের ক্লাব আল-হিলালে যোগ দিয়েছেন নেইমার জুনিয়র আর পিএসজির স্কোয়াড তরুণ নির্ভর ফুটবলার দিয়ে সাজানো হয়েছে। তবে ভেরাত্তির নতুন ঠিকানায় যাওয়া হচ্ছিল না। অবশেষে ১১ বছরের পিএসজি অধ্যায় শেষ, কাতারের ক্লাব আল-আরাবিতে যোগ দিয়েছেন এই ইতালিয়ান তারকা।

দলবদল বিষয়ক প্রখ্যাত ইতালিয়ান সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তার বরাত দিয়ে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মুন্দো ডিপার্তিবো বলছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভেরাত্তি কাতারের দোহায় উড়াল দিতে পারেন। সেখানে মেডিকেল পরীক্ষা হওয়ার পর আল-আরাবি ক্লাবের সঙ্গে ৪৫ মিলিয়ন ইউরোতে দলবদলের চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে পারেন তিনি।

ইউরোপীয় ক্লাবগুলোতে দলবদলের দরজা এ মাসের ১ তারিখ বন্ধ হলেও অনেক লিগের এখন হয়নি। সৌদি প্রো লিগের দলবদলের মৌসুমও শেষ হওয়ার কথা ছিল গতকাল (শনিবার)। তবে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই বাজার চালু থাকবে বলে জানা গেছে। এদিকে, ৩০ বছর বয়সী এই ফুটবলারকে ছাড়তেও রাজি হয়েছে পিএসজি।

২০১২ সালে পিএসজিতে যোগ দেন তিনি। এরপর পিএসজির হয়ে ভেরাত্তি ২৭৬ ম্যাচ খেলেছেন। গোল করেছেন মোটে ৭ টি। আগের মৌসুম শেষ হতেই পিএসজি ছেড়ে আমেরিকান ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেন লিওনেল মেসি। এরপর নেইমারও ছেড়ে যান সৌদিতে। ক্লাবটিতে যোগ দেন মার্কো অ্যাসেনসিও, উসমান ডেম্বেলেসহ অনেক নতুন মুখ। এছাড়া ডাগআউটের দায়িত্ব নেন সাবেক বার্সেলোনা কোচ লুইস এনরিকে।

অন্যদিকে শোনা যাচ্ছে, ইতালিয়ান তারকার সঙ্গে ফরাসি ডেরা ছাড়তে পারেন মিডফিল্ডার ইউলিয়ান ড্রাক্সলারও। সৌদি আরবের ক্লাব আল-আহলিতে যেতে পারেন এই জার্মান ফুটবলার।

রিচার্লিকে ২০০ মিলিয়নে কিনতে চেয়েছিল সৌদি!

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগ ছাড়ার খুব কাছে ছিলেন ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার রিচার্লিসন। তাকে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের সৌদি লিগের দরজা বন্ধ হওয়ার আগে ২০০ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে কিনচে চেয়েছিল সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদ। প্রভাবশালী সংবাদ মাধ্যম দি টেলিগ্রাফ জানিয়েছে, মোহামেদ সালাহকে কিনতে না পারায় শেষ সময়ে এসে টটেনহ্যামের জার্সিতে ধুঁকতে থাকা রিচার্লিকে কিনতে চেয়েছিল প্রো লিগের ক্লাবটি। দুই পক্ষ সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে আলাপও পেড়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা ভেস্তে যায়। শেষ হওয়া দলবদলের বাজারে বাজিমাত করেছে সৌদি প্রো লিগ। করিম বেনজেমা, ফিরমিনোদের কেনা পর্যন্ত ঠিক ছিল। কিন্তু নেইমার-ইবানেজদের পর্যন্ত দলে টেনেছে সৌদির ক্লাবগুলো। তারই অংশ হিসেবে আল ইত্তিহাদ নতুন একটা তারকা খেলোয়াড় কিনতে সম্ভাব্য সব চেষ্টা করেছে। লিভারপুলের সালাহর জন্য তারা শুরুতে ১০০ মিলিয়ন ইউরোর প্রস্তাব দিয়েছিল। সেটা শেষ পর্যন্ত ১৫০ থেকে ১৮০ মিলিয়ন পর্যন্ত তুলেছিল। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। লিভারপুল তাকে বিক্রি করবে না বলে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিল। মিশরীয় তারকাকে কেনার আশা ভঙ্গের পর রিচার্লির দিকে ঝুঁকেছিল সৌদির প্রভাবশালী ক্লাবটি।

এক বছর আগের দলবদলের মৌসুমে রিচার্লিকে ৬০ মিলিয়ন পাউন্ড দিয়ে কিনেছে টটেনহ্যাম। পুরো মৌসুমে তিনি স্পার্সদের হয়ে গোল করেছেন মাত্র তিনটি। তবে কাতার বিশ্বকাপে তিন গোল করেছিলেন তিনি। চলতি মৌসুমে এখনও ব্রাজিল কিংবা টটেনহ্যামের হয়ে গোলের দেখা পাননি এই স্ট্রাইকার।

২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন জকোভিচ, ছুঁয়ে ফেললেন মার্গারেটকে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালের ইউএস ওপেন ফাইনাল ম্যাচের পুনরাবৃত্তি ঘটছে এবার। এবারও মুখোমুখি হন নোভাক জকোভিচ ও ড্যানিল মেদভেদেভ। সেই ম্যাচ জিতে নেন ড্যানিল মেদভেদেভ। সেই ম্যাচেরই এবার প্রতিশোধ নিলেন টেনিসের সর্বকালের অন্যতম সেরা এই প্লেয়ার। বছরের শেষ এবং নিজের ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যামে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকেন জকোভিচ। আর সেই সুবাধেই ৬-৩, ৭-৬ (৭-৫), ৬-৩ গেমে জিতে নিলেন এ ম্যাচ।

সার্বিয়ার এই ৩৬ বছর বয়সী টেনিস তারকা ২৪তম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতে টেনিস কিংবদন্তি মার্গারেট কোর্টকে ছুঁয়ে ফেললেন। এই জয়ের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা মহিলা টেনিস খেলোয়াড় সেরেনা উইলিয়ামসকেও ছাপিয়ে গেলেন তিনি।

মাইলফলকের ম্যাচে শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে থাকেন নোভাক। প্রথম সেটের শুরুতেই মেদভেদেভের সার্ভিস ব্রেক করে দেন। সেই সেট তিনি জিতে নেন ৬-৩ ব্যবধানে। প্রথম থেকেই ড্যানিল মেদভেদেভকে কোনোভাবে দাঁত ফুটানোর সুযোগ দেননি সার্বিয়ান তারকা। ১ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ধরে খেলা হয় এই ফাইনাল। নোভাক প্রতিপক্ষকে খুব একটা সুযোগ না দিলেও ২০২১ সালের ইউএস ওপেনের চ্যাম্পিয়ন যে খুব সহজে ম্যাচ ছেড়ে দিয়েছেন তা নয়। দ্বিতীয় সেট গড়ায় ট্রাইবেকার পর্যন্ত।

সেই সেট জেতার পরে কার্যত সবাই বুঝে যান যে চ্যাম্পিয়ন হতে চলেছেন নোভাক। কারণ এত বছর তার ক্যারিয়ারে পরপর দুটি সেট জেতার পর ফাইনাল ম্যাচে এখনও তাকে কেউ হারাতে পারেনি। এদিনও ঠিক তাই হলো। তাই জিতলেন তিনি। দীর্ঘ এই ফাইনাল ম্যাচ চলাকালীন বারবার অস্বস্তিতে পড়েছেন নোভাক। নিজের র‍্যাকেট এবং হাঁটুতে হাত দিয়ে হাঁপিয়ে নিয়েছেন। বোঝা যাচ্ছিল তার পায়ে টান লাগছে। কিছুক্ষণ বিশ্রামও নেন তিনি। ফিরে এসে ফের মেজাজ ধরেন।

বিপক্ষে থাকা রুশ তারকা যে সেফ উড়ে গিয়েছেন তা নয়। লড়াই করেছেন। জকোকে মাঝে মধ্যেই কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছেন। সেটে পড়ে গিয়ে জকোভিচের হাত ধরতে চাননি। তবে শেষ পর্যন্ত হেরে যান ২৩ বছর বয়সী এই তরুণ। ট্রফি নেওয়ার সময় অবশ্য রসিকতা করেছেন জকোভিচের সঙ্গে। তাকে বলেছেন, 'তুমি এখানে এখনও কি করছো'।

কয়েক মাস আগেই উইম্বলডনের ফাইনালে আলকারাজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন জকো। সেই ম্যাচে হারের পর থেকে টানা ১২টি ম্যাচ জিতলেন তিনি। এই বছর তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতলেন। গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের তালিকায় রাফায়েল নাদাল (২২) এবং রজার ফেডেরারকে (২০) আগেই পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন তিনি। এদিন ছুঁয়ে ফেললেন পুরুষ, মহিলা নির্বিশেষে সব থেকে বেশি সিঙ্গলসে গর্যান্ড স্ল্যামের মালকিন মার্গারেটকে।

নিউইয়র্কে এই নিয়ে মোট চারবার চ্যাম্পিয়ন হলেন নোভাক। এর আগে কোভিড মহামারির সময় টিকা নেওয়ার বিরুদ্ধে থাকায় অস্ট্রেলিয়া ওপেনসহ এই টুর্নামেন্টেও অংশগ্রহণ করতে পারেননি তিনি। অস্ট্রেলিয়া ওপেন থেকে তার রয়েছে দশটি ট্রফি। উইম্বলডন থেকে সাতটি এবং ফ্রেঞ্চ ওপেন থেকে তিনটি ট্রফি। অনেক আগেই পেছনে ফেলে দিয়েছিলেন টেনিস কিংবদন্তি রাফায়েল নাদাল এবং রজার ফেডেরারকে। রজার বছর খানেক আগেই টেনিস থেকে অবসর নিয়েছেন, অন্যদিকে রাফায়েল নিজের চোটের কারণে ইউএস ওপেনে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। এই জয়ের পর নোভাক জকোভিচ আবার বিশ্ব টেনিসের এক নম্বর স্থান ফিরে পাবেন।

অস্ট্রেলিয়ার কাছে শীর্ষস্থান হারালো পাকিস্তান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত মাসে আফগানিস্তানকে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে হোয়াইটওয়াশ করেছিল পাকিস্তান। এতে অস্ট্রেলিয়াকে হটিয়ে ওয়ানডে ক্রিকেটে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ওঠে বাবর আজমের পাকিস্তান। তবে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান বেশিদিন নিজেদের দখলে রাখতে পারলো না পাকিস্তান।

পাঁচ ম্যাচ সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ানডেতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১২৩ রানের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। এ জয়ে পাকিস্তানকে ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষস্থান থেকে হটিয়ে শীর্ষে উঠে এসেছে অজিরা।

রবিবার ব্লুমফনটেনে টস হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ৮ উইকেটে ৩৯২ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। সেঞ্চুরির দেখা পান ডেভিড ওয়ার্নার ও মার্নাস লাবুশেন। জবাবে ২৬৯ রান তুলতেই সব উইকেট হারিয়ে ফেলে দক্ষিণ আফ্রিকা। টানা দুই জয়ে ৫ ম্যাচের সিরিজে ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেছে অস্ট্রেলিয়া।

আইসিসি প্রকাশিত অস্ট্রেলিয়ার রেটিং পয়েন্ট এখন ১২১। ১২০ রেটিং নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে পাকিস্তান। তৃতীয় স্থানে থাকা ভারতের রেটিং পয়েন্ট ১১৪। পরের তিন স্থানে আছে যথাক্রমে নিউজিল্যান্ড (১০৬), ইংল্যান্ড (৯৯) ও দক্ষিণ আফ্রিকা (৯৭)। বাংলাদেশ আছে র‍্যাংকিংয়ের সপ্তম স্থানে। টাইগারদের রেটিং পয়েন্ট ৯২। সমান রেটিং পয়েন্ট শ্রীলঙ্কারও। কিন্তু পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে বাংলাদেশ। এছাড়া নয় ও দশে অবস্থান আফগানিস্তান (৮০) ও ওয়েস্ট ইন্ডিজের (৬৮)।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR